কর্তৃত্বে থাকা মানুষদের অমান্য করা অনুচিত

আস-সালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু।
আউযু বিল্লাহি মিন আশ-শাইতানির রাজিম। বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহিম।
আস-সালাতু ওয়া আস-সালামু 'আলা রাসুলিনা মুহাম্মাদিন সায়্যিদীল আউয়ালিনা ওয়াল আখিরীন।
মাদাদ ইয়া রাসুল আল্লাহ্, মাদাদ ইয়া সাদাতি আসহাবী রাসুল আল্লাহ্, মাদাদ ইয়া মাশাইখিনা,
শেইখ আব্দুল্লাহ দাগিস্তানী, শেইখ মুহাম্মাদ নাযিম আল-হাক্কানী, দাস্তুর।
তারিকাতুনা সোহবাহ, ওয়াল খাইরু ফি জামিয়াহ।

আমাদের এই সমাবেশগুলো মানুষকে শক্তি দেয়, আধ্যাত্মিক শক্তি যোগায়, স্বস্তি দান করে এবং সুখী করে। যারা এই সমাবেশগুলোতে আসে তারা শান্তিও লাভ করে আবার আল্লাহ্‌র নিকট হতে পুরস্কারও লাভ করে। এর কারণ আমরা এসব সমাবেশে আসি শুধুমাত্র আল্লাহকে স্মরণ করার জন্য। আল্লাহ্‌র যিকির করলে স্বস্তি লাভ হয়। অন্য কোন কিছুতেই তা পাওয়া যায় না।

পৃথিবী এখন শেষ সময়ে আছে। মানুষেরা আগেই কিছুটা নির্বোধ ছিল এবং এখন তারা পুরোপুরিভাবেই নির্বোধ হয়ে গেছে। হাদীস শারীফে বলা হয়, "যখন আল্লাহ্ কারও কিছু করতে চান তখন প্রথমে তিনি তার বুদ্ধি লোপ করেন, তারপর তিনি সেই লোককে দিয়ে যা খুশী তা করান।" তখন মানুষ বলে, "হায়, কেন আমি এরকম করেছি?" বিচারের দিন এখন সন্নিকটে এবং আল্লাহ্ (আযযা ওয়া জাল্লা) এখন এই নির্বুদ্ধিতা শুধুমাত্র কিছু মানুষকে দেন নি বরঞ্চ সকল মানুষকেই দিয়েছেন।

ইসলামের মানুষেরা যেন তাদের অবস্থা নিয়ে সন্তুষ্ট থাকে এবং অভিযোগ না করে। বিশেষ করে আমরা যারা আরামদায়ক অবস্থায় আছি এবং আল্লাহ্‌র অনুমতিতে এই দেশে (তুরস্কে) বসবাস করছি, তাদের অভিযোগ করাটা ভালো হবে না। তারা যেন আল্লাহকে ধন্যবাদ জানায়, উনাকে মর্যাদা প্রদর্শন করে এবং উনার প্রশংসা জ্ঞাপন করে। যখন আল্লাহ্ (জাঃজাঃ) কোন মানুষকে একটি জায়গায় সৃষ্টি করেন, সেই জায়গার ভালো এবং খারাপ উভয়ই আল্লাহ্‌র তরফ থেকে সেই মানুষের উপর পতিত হয়। এটাই ভাগ্য। আল্লাহ্ যদি সেরকম চান তাহলে তুমি তার কাজে হস্তক্ষেপ করতে পারবে না।

আল্লাহ্‌কে শুকরিয়া যে আমাদের পূর্বপুরুষগণ, ওসমানীয়া খিলাফাতের মানুষেরা, এই জায়গাগুলো "আল্লাহ্ আল্লাহ্" বলতে বলতে দখল করেছিলেন এবং এখানে তাদের রক্ত ঝরিয়েছিলেন। এই জায়গার সেই রক্তে লিখা দলিল বিচার দিবস পর্যন্ত বহাল থাকবে। এই জায়গাগুলো ইসলামেরই থাকবে ইনশাআল্লাহ্। অন্যান্য অনেক মুসলিম জায়গাও আছে যেখানে অনেক রক্ত ঝরেছে। কাফিরদের কাছে মুসলিমদের রক্তের কোন দাম নেই কিন্তু তার প্রতিটি ফোটার দাম আল্লাহ্‌র কাছে সমস্ত পৃথিবী থেকেও বেশি। তাই তোমাদের হাজার হাজার শুকরিয়া করা উচিৎ এবং দু'আ করা উচিৎ। আল্লাহ্ (জাঃজাঃ) যেন ইসলামকে এবং এই দেশকে হিফাযাতে রাখেন যেহেতু এটি ইসলামের নেতৃত্বে থাকছে

এবং ইসলামকে যত্ন করে দেখে শুনে রাখছে।

শেইখ মাওলানা টেলিভিশনকে বলতেন শয়তানের বাক্স। এখন তার থেকেও বড় শয়তানের বাক্স বের হয়েছে। টিভি তার সামনে খুব হালকা। টিভিতে আমরা খবর শুনি কিন্তু সেই খবরও এখন হয়ে গেছে লোক দেখানো অভিনয়। তারা এমন সব জিনিস দেখায় যার সাথে খবরের কোন সম্পর্কই নেই। আমরা দুইদিন আগে একটি বিশ্ব-সংক্রান্ত খবর দেখলাম পৃথিবীর অন্যপ্রান্তের একটি দেশের ব্যাপারে। দুইদিন যাবত সেই দেশের রেডিও এবং টেলিভিশন তাদের প্রেসিডেন্ট কি বলে আর কি করে তা ছাড়া অন্য কিছুই দেখায়নি। তাদের জন্য পৃথিবীটা অতটুকুই বড়। ওই দেশের এক দাদীগোছের বুড়ি চেহারায় ভারী মেকআপ লাগিয়ে, দেশীয় লম্বা পোশাক পড়ে হাসতে হাসতে খবরে তার দেশের মানুষদের সুসংবাদ দিছিল। আর সেখানে মানুষ ক্ষুধায় মৃত্যুবরণ করছে। তাদের রাস্তাগুলো দারিদ্রতায় পরিপূর্ণ আর সে খবরে শুধু বলছে, "আমাদের সুপ্রিয় চেয়ারম্যান, আমাদের প্রেসিডেন্ট, আমাদের নেতা, আমাদের প্রিয় নেতা, আমাদের নেতার ছেলে" ইত্যাদি। নেতার পুরো পরিবারকে উল্লেখ করা হয়েছে। হয়ত তারা কমিউনিস্ট রাজ্য হয়ে গেছে, ওই তামাশাকারীরা।

তাহলে, কি ভালো খবর দিচ্ছ তোমরা? তারা একটি হাইড্রোজেন বোমা তৈরী করেছে। মানুষেরা সেখানে জয়জয়কার করছে এবং হাততালি দিচ্ছে। লোকগুলো ক্ষুধার কারণে ঠিকমত দাঁড়াতেও পারছে না আর তাদের সাক্ষাৎকার নেয়া হচ্ছে। "আপনাদের অনুভূতি কি?" "আমরা উল্লসিত", তারা বলে। তারা আল্লাহ্‌কে চেনে না। তারা "আল্লাহ্‌কে ধন্যবাদ" বলতে গিয়েও থেমে যায় কারণ তারা আল্লাহ্‌কে স্বীকার করে না। তাদের সাধারণ মানুষগুলো সম্পূর্ণ ঈমানহীন এবং ধর্মবিমুখ। তাই তাদের ধর্মের সাথে কোন সম্পর্কই নেই। তুমি যদি তাদের সামনে আল্লাহ্‌ বল হয়ত তাদের মাথা খারাপ হয়ে যাবে। তারা বলছে যে তারা অত্যন্ত সুখী। "আমাদের এই নেতা কত বুদ্ধিমান! আমাদের আর ক্ষুধায় কষ্ট পেয়ে ধুঁকে ধুঁকে মরতে হবে না। আমরা সবাই পারমাণবিত বোমার আঘাতে একত্রে মরে শেষ হয়ে যাব!"

আল্লাহ্‌ এমন দেশও সৃষ্টি করেছেন। তাই আমরা হাজার বার কৃতজ্ঞ যে আমরা সেরকম দেশগুলোতে বাস করি না। আমরা আমাদের প্রতিবেশী দেশের (সিরিয়া) রাষ্ট্রপতিকে দেখছি। সে পুরো দেশ পুড়িয়ে ফেলেছে এবং সে বলছে যে সে খুশী, সে সুখী। এরকম স্বৈরাচারীতা এখন সব জায়গায়। ওসমানীয়া খালিফাগণের পরে ৪০-৫০ বছর সব দেশেই স্বৈরাচারীতা চলেছে।

আল্লাহ্‌কে ধন্যবাদ যে আমরা আমাদের দেশে দিনে পাঁচবার আযান শুনি। কিছু জায়গা আছে, মুসলিম দেশ, যেখান থেকে আমাদের তারীকাত এসেছে (উযবেকিস্তান), সেখানে তুমি আযান শুনতে পাবে না। আযান নিষিদ্ধ। মহিলারা হিজাব পড়লে তাদের জেলে ঢোকানো নয়। অন্যায়-অত্যাচার এখন সব জায়গা ছেয়ে ফেলেছে। এর মানে হচ্ছে বিচার দিবস খুব কাছে। মাহদী (আলাইহি সালাম) এই যুলুম অপসারণ করবেন ইনশাআল্লাহ্‌। আল্লাহ্‌ (জাল্লা জালালুহু) যেন আমাদের মাহদী আলাইহি সালামের দিনগুলোতে পৌঁছানোর তাওফিক দান করেন।

মানবজাতির কার্যকলাপের ধারা অনিশ্চিত। আল্লাহ্ যেমন চান তারা সেরকম করে। আমরা চাই মাহদী (আলাইহি সালাম) যত তাড়াতাড়ি সম্ভব আসুন কিন্তু বলা হয়ে থাকে যে, "আন্তা তুরিদি, আনা উরিদু, ওয়াল্লাহু ইয়াফ'আলু মা ইউরিদ"। তুমি চাও, আমি চাই এবং আল্লাহ্ যা চান সেটাই করেন। তিনি সবকিছুর ভাগ্য নির্ধারণ করেছেন উনার ইচ্ছা অনুসারে। ইনশাআল্লাহ্, আমাদের পবিত্র নাবী (সাঃ) এর দেয়া নিদর্শনগুলো খুব কাছে এসে গেছে।

আল্লাহ্ (জাঃজাঃ) যত দ্রুত সম্ভব ইসলামী বিশ্বকে রক্ষা করুন। যখন মাহদী (আলাইহি সালাম) আসবেন তখন ইসলাম ছাড়া অন্য কোন ধর্ম বাকী থাকবে না। সেসময় কোন জিযিয়া (মুসলিম শাসকদের অমুসলিমদের উপর ধার্যকৃত ট্যাক্স) বা অন্য কোন ট্যাক্স থাকবে না। হয় মুসলিম হয়ে যেতে হবে নতুবা মুসলিমদের উপর যুলুম করার শাস্তি হিসেবে পৃথিবী থেকে চলে যেতে হবে।

বৌদ্ধদের শান্তিপ্রিয় বলা হয়ে থাকে অথচ তারা মুসলিমদের জীবন্ত পুড়িয়ে মারছে। আমরা সব জায়গায় এরকম দেখছি। বৌদ্ধ ধর্মযাজকেরা রাস্তার উপর মুসলিমদের হত্যা করেছে শিশু-বালক নির্বিশেষে এবং তাদের জীবন্ত পুড়িয়েছে। সেখান থেকে (মায়ানমার) আমাদের এখানে মুসলিম ভাইয়েরা এসেছে। সেখানে বিকাল ৪ টার পর তারা ঘর থেকে বের হতে পারে না, তাদের জন্য তা নিষিদ্ধ। তারা ঘরের বাইরে বের হলে নিজ দায়িত্বে বের হতে হয়। কাফিরদের জন্য সব জায়গায় মুসলিমদের রক্ত হালাল হয়ে গেছে।

এই জন্যই যখন মাহদী (আলাইহি সালাম) আসবেন, কাফিরদের যা প্রাপ্য তাই তারা পাবে। তাই ওসমানীয়া খালিফাগণের ভাষায়, "শুয়োরের চামড়া দিয়ে যেমন জুতা তৈরী করা যায় না, ঠিক তেমনি কাফিরদের দিয়েও বন্ধু তৈরী করা যায় না"। এই প্রবাদটি এই সময়ে পুরোপুরি সত্যে পরিণত হয়েছে। কোন কাফিরের উপরেই আস্থা রাখা যাবে না। আমরা আল্লাহ্‌র উপর আস্থা রাখি। আমাদের বন্ধু আল্লাহ্।

وَكَفَى بِاللَّهِ شَهِيدًا وَكَفَى بِاللهِ حَسِيبًا

"ওয়া কাফা বিল্লাহি শাহিদান ওয়া কাফা বিল্লাহি হাসিবান।" (সুরাহ ফাতহঃ২৮, সুরাহ আহযাবঃ৩৯) আল্লাহ্ (আযযা ওয়া জাল্লা) সব অবস্থাতেই আমাদের জন্য যথেষ্ট। কাফিরেরা কে? তারা আল্লাহ্‌র কুদরাতের তুলনায় কয়েকটি ধূলিকণার সমানও নয়। আণবিক বোমা বা হাইড্রোজেন বোমাও কিছুই নয়।

কিন্তু যেহেতু এখন শেষ সময়, অনেক মস্তিষ্ক-বিকৃত লোক নেতৃত্বে গেছে। তাই পৃথিবীতে মহাবিধ্বংস সংঘটিত হবে। এখন যা ঘটছে তা যদি বিশ অথবা তিরিশ বছর আগের মানুষদের বলা হত তবে তারা কখনোই তা বিশ্বাস করত না। দশ বছর আগের মানুষদের বললেও তারা তা খুব একটা বিশ্বাস করত না। সাদ্দাম বলে একজন ছিল, সবাই যাকে পাগল বলত, কিন্তু সে পাগল ছিল না। পরে তারা

বুঝতে পারে যে সেই লোক ইসলামের প্রতিরক্ষা করেছে। সে বিশাল পরিমাণ ফিতনার মুখোমুখি হয়েও দন্ডায়মান ছিল।

সেখানকার (ইরাকের) মানবজাতি তা জানে না। ইনশাআল্লাহ্, আমরা ভালো মানুষ দ্বারা প্রশাসিত হচ্ছি (তুরস্কে)। আল্লাহ্ (জাঃজাঃ) তাদের আরও সামর্থ্য দান করুন। এই সময় ফিতনার সময়। প্রবাদে আছে যে যুদ্ধের ময়দানে ঘোড়া বদল করা উচিৎ নয়। এই কথাটি এই সময়ের জন্য প্রযোজ্য। চল আমরা এই লোকদের জন্য পর্যাপ্ত দু'আ করি এবং তাদের সহায়তা করি। কিছু মুসলিমদের মাঝেও প্রচুর ফিতনা এবং বিভক্তিপরায়ণতা রয়েছে।

যারা আদেশ দেয়ার অধিকার রাখে তাদের বিরোধিতা করা বড় গুনাহ। যারা নেতা হবার দাবি করে তাদেরও শুনে রাখা উচিৎ। যারা আদেশ প্রদানের অধিকার রাখে তাদের বিরোধিতা করা অশোভন। যারা দিনে পাঁচবার নামায পড়ে এবং সবসময় জুমা এবং ঈদের নামাযের জামাতে থাকে তাদের বিরোধিতা করার কোন অধিকার তোমাদের নেই। বিরোধিতা করলে তোমরা ফিতনার সৃষ্টি করবে এবং তখন তোমাদের তার জন্য জবাবদিহি করতে হবে। যারা ফিতনা করে তাদের উপর অভিশাপ বর্ষিত হয়।

অভিশপ্ত তারা সবাই যারা নিজেদেরকে উলামা বলে দাবি করে আর মুসলিমদের বিভক্ত করে, যারা মানুষের পিঠে ছুরি মারে এবং তাদের অনুসারীরাও, তারা যারাই হোক না কেন। আল্লাহ্‌র অভিশাপ আছে ফিতনাকারীদের উপর। আমরা কাউকে অভিশাপ দেই না কিন্তু আল্লাহ্ (জাঃজাঃ) স্বয়ং অভিশাপ দিচ্ছেন। "আল-ফিতনাতু নাঈমাতুন, লা'আনাল্লাহু মান আইকাসাহা।" (হাদীস শারীফ) যারা ফিতনা তৈরী করে, বহু কুর'আনের আয়াতে এবং হাদীসে তাদের অভিশাপ দেয়া হয়েছে। তাদের অনুসরণ কোরোনা এবং তাদের সাথে ওঠাবসা কোরোনা।

অনেক সাদাসিধা লোক আছে যারা মনে করে যে তারা ভালো করছে। আসলে তারা নিজেদের, অন্যের এবং দেশের ক্ষতি করছে। দেশদ্রোহীতা শুধুমাত্র আইনগতভাবেই অপরাধ নয়, আল্লাহ্‌র (আযযা ওয়া জাল্লা) দৃষ্টিতেও এটি একটি বিশাল গুনাহ।

কাবীরা গুনাহগুলো কি কি? মদ্যপান, ব্যাভিচার, চুরি এবং বাবা-মার অবাধ্যতা। যুদ্ধক্ষেত্র থেকে পলায়ন করাও কাবীরা গুনাহর অন্তর্ভুক্ত। তুমি বিশাল গুনাহ করবে যদি যুদ্ধক্ষেত্র থেকে পালাও। তোমাকে তার জন্য মূল্য দিতে হবে কারণ যদি একজন মানুষ যুদ্ধক্ষেত্র থেকে পলায়ণ করে তাহলে তার জন্য পুরো বাহিনীও পিছু হটে যেতে পারে।

পিঠে ছুরি মারা এবং দেশের ক্ষতি করাও একই রকম। তাদেরকে এসবকিছুর জন্যই মূল্য দিতে হবে। যারা জেনেশুনে তা করে তারা আরও বেশি দায় বহন করবে। প্রতিটি মানুষ যাকে সে বিপথগামী করেছে তার গুনাহও সে বহন করে। একজন হোক, দুইজন হোক, এমনকি যদি এক হাজার জনও হয়, সেই একহাজার লোকের গুনাহও ওই একজনের কাঁধে পড়বে।

তাই তাওবা কর এবং সত্য অশ্রুবর্ষন কর। মিথ্যা অশ্রু ফেলো না। টাকার জন্য অশ্রু ফেলো না। আল্লাহ্‌র জন্য, ইসলামের জন্য এবং হাযরাত নাবী (সাঃ) এর জন্য অশ্রুবর্ষন কর। তোমাদের উপর আল্লাহ্‌র নমনীয়তা আছে। তার কদর কর। এই দেশ (তুরস্ক) কতকিছুর ভেতর দিয়ে গেছে, এটা কত যন্ত্রণার ভেতর দিয়ে গেছে। কুর'আন শিক্ষা দেয়ার জন্য কি তাদের কারাবন্দী করা হয়নি? পাগড়ি পরার জন্য কি তাদের মৃত্যুদন্ড দেয়া হয়নি? এই দেশ কতকিছুর মধ্যে দিয়ে গেছে। অকৃতজ্ঞতা ভালো জিনিস নয়। নিয়ামাত অস্বীকার করা ভালো জিনিস নয়। মানুষ হও এবং কৃতজ্ঞ হও।

فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ وَاشْكُرُواْ لِي

"ফাযকুরুনী আযকুরুকুম ওয়াশকুরুলী", বলেন আল্লাহ্‌ (আযযা ওয়া জাল্লা) (সুরাহ বাকারাহঃ১৫২) আল্লাহ্‌র (জাঃজাঃ) প্রতি কৃতজ্ঞ হও। আমাদের আল্লাহ্‌কে ধন্যবাদ। "ওয়া বিশ-শুকরি ইয়াদুমুন নি'আম।" "কৃতজ্ঞতায় নিয়ামাত বাড়ে।" আল্লাহ্‌র সবচেয়ে বড় নিয়ামাত হচ্ছে ইসলাম এবং সুস্বাস্থ্য। শান্তি এবং নিরাপত্তার থেকে বড় নিয়ামাতও আর হতে পারে না। আল্লাহ্‌র শুকরিয়া আমরা সবজায়গায় সহজভাবে ভ্রমণ করতে পারছি। ভ্রমণে কোন ভয় নেই, কিছু নেই। আমাদের এর জন্য কৃতজ্ঞ হওয়া উচিৎ।

আল্লাহ্‌ আমাদের নিরাপদ রাখুন। ইসলামের প্রধানেরা এখানে (তুরস্কে) আছেন, ওসমানীয়া খালিফাগণ এবং তাদের অনুসারীরা এখানে আছেন। মাহদী আলাইহি সালাম যত শীঘ্র সম্ভত আবির্ভূত হোন এবং রাসুলুল্লাহ (সাঃ) এর এই আমানাতগুলো গ্রহণ করুন। ইনশাআল্লাহ্‌ পুরো পৃথিবী মুসলিম হবে। এটা আমাদের পবিত্র নাবী (সাঃ) এর সুসংবাদ। উনার কথা বিশ্বাস করা এবং উনার উপর ঈমান রাখা ফরয। আমাদের পবিত্র নাবী (সাঃ) এর সব কথাই আমাদের সুনিশ্চিতভাবে বিশ্বাস করা প্রয়োজন।

ওয়া মিনাল্লাহ আত-তাওফিক

আল-ফাতিহা।

হাযরাত শেইখ মুহাম্মাদ মেহমেত আদিল
৮ জানুয়ারী/২৮ রাবীউল আউয়াল ১৪৩৭
হাদরা-পরবর্তী সোহবাত, আকবাবা দারগাহ।